যুগান্তর

6 APR 2003

সরকারি কলেজ শিক্ষকদের আর্থিক সুবিধা

শিক্ষা ক্যাডারে চাকরিরত সরকারি কলেজ শিক্ষকদের যথাসময়ে পদোন্নতি না হওয়ায় অনেকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা জানেন ১৯৯৪ সালের ৩০ জুন প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতিপ্রাপ্ত অনেকেই ২০০১ সালে সহকারী অধ্যাপক থেকে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন। যারা আজও পদোন্নতি পাননি, তারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। শুধু বিষয় যাদের ইতিহাস তারা পেলেন ৯৫০০ টাকা। আর বিষয় যাদের রসায়ন তাদের প্রমোশন না হওয়ার জন্য ৮ হাজার ৫০০ টাকাই থেকে গেল। প্রতি মাসে ১ হাজার টাকা কম বেতন পেতে হচ্ছে। কতদিন পর রসায়ন বিষয়ের ওই সহকারী অধ্যাপকদের প্রমোশন হবে তার ঠিক নেই। ২০০২ সালে মোট ১৩ জনের প্রমোশন হয়েছে। জ্যেষ্ঠতার তালিকায় রসায়নের সহকারী অধ্যাপকদের (১৯৯৪ সালে পদোন্নতিপ্রাপ্ত) অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ২০০২ সালে ১৮ জন সহযোগী অধ্যাপকের পদ শূন্য হচ্ছে। তাতে আর ৫ জনকে পদোন্নতি দেয়া সম্ভব। ২০০৩ সালে ১১ জন সহযোগী অধ্যাপকের পদ শূন্য হচ্ছে (জন্ম তারিখ হিসেবে) বিধায় ১১ জনকে পদোন্নতি দেয়া সম্ভব। এই ১৬ জন ২০০৩ সালের মধ্যে পদোন্নতি পেলে বাকিরা সহকারী অধ্যাপক হিসেবেই থেকে যাবেন। জ্যেষ্ঠতার তালিকায় দেখা যায়, ৩০-০৬-৯৪ তারিখে ক্রমিক নং-২৪ থেকে ৩৭ পর্যন্ত সহকারী অধ্যাপকদের (১৪ জন) প্রমোশন দিতে কয়েক বছর লেগে যাবে। এদের মধ্যে পিএসসি কর্তৃক নিয়োগকৃত (১৯৮১) ক্রমিক নং-২৫ থেকে ৩৬ পর্যন্ত ১২ জনের দীর্ঘ ২১ বছর সরকারি চাকরি করেও সহকারী অধ্যাপক পদে অবস্থান অত্যন্ত লজ্জাজনক। ৩১ নং ক্রমিকের শিক্ষক অবসর গ্রহণ করেছেন। বাকি ১১ জন যদি একই পদে থেকে সহকারী অধ্যাপকের স্কেল নিয়ে অবসর গ্রহণ করেন, তবে বিশাল আর্থিক ক্ষতি হবে। অসম বেতনস্কেল গ্রহণকারীদের মনের বেদনা প্রকাশের ভাষা নেই। পদোন্নতির আশাও নেই। এমতাবস্থায় পদোন্নতি না দিলেও কারও কোন কিছু করার নেই। কারণ, শূন্যপদও নেই। কিন্তু স্কেল না দিলেও আবেদন করা যায়। বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করছি।

মোঃ রেজাউল হক
সহকারী অধ্যাপক, রসায়ন
জ্যেষ্ঠতার তালিকায় ক্রমিক নং-৩০